কপোতাক্ষ নদ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

১. "সতত, হে নদ তুমি পড় মোর মনে"।

ক. কার উক্তি?

উঃ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় এই উক্তিটি কবি নিজেই করেছেন।

খ. কোন নদের কথা তিনি বলেছেন?

উঃ কবি এখানে তাঁর জন্মভূমির একটি নদ যার নাম 'কপোতাক্ষ' সেই নদের কথা বলেছেন।

গ. সেটি কোথায় অবস্থিত?

উঃ সেটি কবির জন্মস্থান সাগরদাঁড়ি গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে।

ঘ. বক্তা কোথায় আছেন?

উঃ বক্তা যে সময় এই কবিতাটি রচনা করেছেন সেই সময় তিনি ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে ছিলেন।

ঙ. কেন ঐ নদের কথা তাঁর মনে পড়ে?

উঃ ঐ নদের কথা কবির মনে পড়ে কারন ছেলেবেলায় দেখা সেই নদীর স্মৃতি সারা জীবন কবির মনে অক্ষুন্ন ছিল, বহু দেশ ঘুরে বহু নদ-নদী তিনি দেখেছিলেন, কিন্তু কপোতাক্ষ ছাড়া আর কারুর জলেই তাঁর স্নেহ-তৃষ্ণা মেটেনি।

২. 'প্রজারূপে রাজরূপ সাগরের দিতে
বারি-রূপ কর তুমি;'

ক. কার প্রতি কার উক্তি?

উঃ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কপোতাক্ষ নদের প্রতি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের উক্তি।

খ. এখানে প্রজা কে?

উঃ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবি যাকে প্রজা বলেছেন সেটি হল কপোতাক্ষ

গ. রাজাই বা কে?

উঃ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবি সমুদ্রকে রাজা বলেছেন।

Scanned with CamScanner

Camlin Page
Date / /

ঘ. রাজার প্রতি প্রজার কর্তব্য কি?
উঃ রাজার প্রতি প্রজার কর্তব্য হল, রাজাকে খাজনা দিয়ে তুষ্ট করা,
ঙ. এই প্রজা কি ভাবে সেই কর্তব্য পালন করছে?
উঃ নদী মাত্রেরই চরম লক্ষ্য সাগরে পতিত হওয়া, সাগর যেন রাজা, নদী যেন তার প্রজা, রাজাকে প্রজার খাজনা দিতে হয়, নদীর জল যেন সেই খাজনা, কপোতাক্ষ নদও তার ব্যতিক্রম নয়, সেও জল রূপ খাজনা দিতে ছুটে চলেছে রাজা রূপী সাগরের দিকে,

Scanned with CamScanner

আদর্শ শিষ্য

কাশীরাম দাস

১. "তাঁর স্থানে শিষ্যধন করে অধ্যয়ন"

ক. কার কথা এখানে বলা হয়েছে?

উঃ কবি কাশীরাম দাসের লেখা 'আদর্শ শিষ্য' কবিতায় গুরু শান্তিপনের কথা এখানে বলা হয়েছে।

খ. তিনি জাতিতে কি ছিলেন?

উঃ কবি কাশীরাম দাসের লেখা 'আদর্শ শিষ্য' কবিতায় গুরু জাতিতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন।

গ. কোথায় তিনি বাস করতেন?

উঃ তিনি অবন্তী নগরে বাস করতেন।

ঘ. তাঁর কোন শিষ্যের কথা এখানে বলা হয়েছে?

উঃ এখানে কাশীরাম দাস রচিত 'আদর্শ শিষ্য' কবিতার গুরু শান্তিপনের শিষ্য আরুনির কথা বলা হয়েছে।

২. "আলি বাঁধিবারে বহু করিল যতন"।

ক. 'আলি' কি?

উঃ 'আলি' শব্দের অর্থ হল অনুচ্চ বাঁধ।

খ. কে আলি বাঁধতে বলেছিল?

উঃ কাশীরাম দাস রচিত আদর্শ শিষ্য কবিতায় শিষ্য আরুনিকে আলি বাঁধতে ~~[illegible]~~ তাঁর গুরু শান্তিপন বলেছিলেন।

গ. কেন আলি বাঁধতে বলেছিল?

উঃ আরুনি তাঁর গুরু শান্তিপনের আদেশে আলি বাঁধতে গিয়েছিল কারন গুরু বলেছিলেন ধান ক্ষেতের সব জল বেরিয়ে যাচ্ছে তা আটকানোর জন্য।

ঘ. কে আলি বাঁধার চেষ্টা করেন?

উঃ কাশীরাম দাসের লেখা "আদর্শ শিষ্য" কবিতার শিষ্য আরুনি আলি বাঁধার চেষ্টা করেন।

ঙ. কেন তিনি তা বাঁধতে পারেন নি?

উঃ আরুনি বাঁধ বাঁধতে পারেননি কারন জলের স্রোত এত বেশী ছিল যে মাটি দিয়ে তৈরী বাঁধ ভেঙে যাচ্ছিল।

Scanned with CamScanner

৩. "না আইল শিষ্য, দ্বিজ চলিল আপনি"
ক শিষ্যটি কে?
উঃ কবি কাশীরাম দাসের রচিত 'আদর্শ শিষ্য' কবিতায় শিষ্যটি হলেন আরুনি নামের একটি বালক,
খ তাঁর কোথায় আসার কথা ছিল?
উঃ আরুনি গুরুর আদেশে বাঁন ফেরে বাঁধ দিতে, সেখান থেকে কাজ শেষ করে তার গুরু গৃহে ফেরার কথা ছিল,
গ. তিনি কোথায় গিয়েছিলেন?
উঃ শিষ্য আরুনি গুরুর আদেশে বাঁন ক্ষেতে গিয়েছিলেন আলি বাঁধতে।
ঘ 'দ্বিজ' কে?
উঃ কাশীরাম দাসের লেখা 'আদর্শ শিষ্য' কবিতায় দ্বিজ হলেন গুরু আগ্নিপন,
ঙ. কেন তিনি শিষ্যের কাছে গেলেন?
উঃ গুরু আগ্নিপনের আদেশে শিষ্য আরুনি জল জলে ভরা বাঁনের জমিতে বাঁধ দিতে জল আটকাতে, সারাদিন পরেও শিষ্য যখন ফিরে এলো না তখন গুরু আগ্নিপন নিজেই গেলেন শিষ্যের খোঁজে।

৪. 'চারি বেদ ষট্ শাস্ত্রে হউক তব জ্ঞান',
ক কে কাকে এ কথা বললেন?
উঃ কবি কাশীরাম দাস রচিত 'আদর্শ শিষ্য' কবিতায় অবন্তী নগরের গুরু আগ্নিপন তাঁর শিষ্য আরুনিকে এ কথা বললেন,
খ. কখন বললেন?
উঃ গুরু আগ্নিপনের আদেশে শিষ্য আরুনি জলে-ভরা জমিতে নিজে শুয়ে পড়ে জলের স্রোতকে আটকাবার চেষ্টা করেন, গুরু তা জানতে পেরে শিষ্য আরুনিকে আশীর্বাদ করে এ কথা বলেন,
গ. "বেদ" কি?
উঃ বেদ শব্দটি এসেছে 'বিদ্' থেকে, যার অর্থ হল জ্ঞান, ভারতে আর্যদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি হল এই বেদ, হিন্দুদের বিশ্বাস, বেদ হল অপৌরুষেয়, অর্থাৎ কোন মানুষের রচিত নয়, বাঁনপ্রস্থ ঋষির কণ্ঠ থেকে বেদের শ্লোক গুলি আপনা থেকেই উচ্চারিত হয়েছিল, ঋগ্বেদ প্রথম মুখে মুখে প্রচারিত হতো তাই বেদের অপর নাম "শ্রুতি"।

Scanned with CamScanner

Camlin
Date /

ঘ. চারি বেদের নাম কি?
উঃ চারি বেদের নাম হল—
ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব।

Scanned with CamScanner